প্রথম আলো

তারিখ SEP 05 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

কুমিল্লা অঞ্চলের ২৬ সরকারি বিদ্যালয়ে ২৪টি চলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে

কুমিল্লা অফিস

কুমিল্লা অঞ্চলের চার জেলা কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও লক্ষ্মীপুরের ২৬টি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৪টিতেই পূর্ণাঙ্গ বেতন-স্কেলের প্রধান শিক্ষক নেই। এসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের দিয়েই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে।

জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানা গেছে, কুমিল্লার আটটি, চাঁদপুরের সাতটি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি ও লক্ষ্মীপুর জেলার তিনটি স্কুলে পূর্ণাঙ্গ বেতন-স্কেলের প্রধান শিক্ষক নেই। ওই ২৪টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক (গেজেটেড), পাঁচটিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক (নন-গেজেটেড) এবং বাকি দুটি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকেরা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। সহকারী শিক্ষকেরা যে দুটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন, সেগুলো হলো কুমিল্লার বুড়িচং আনন্দ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সরকারি বালিকা বিদ্যালয়। এ দুটি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কুমিল্লা অঞ্চলের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, দীর্ঘদিন বিভাগীয় পদোন্নতি বিষয়ক কমিটির বৈঠক না হওয়ায় শিক্ষকদের পদোন্নতি থেমে আছে।

কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ারের এলাকা হোমনার সরক বিদ্যালয়টিতে ২০০১ সাল থেকেই কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। ২০০৫ সালে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক যোগ দেন। পরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পান। বর্তমানে দায়িত্ব পালনকারী সহকা শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম মারুফ বলেন, 'নিজ পদে থেকে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে আমাকে হিমশিম খেতে হয়।'

বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে ক্ষো করে বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষকদের নিয়ে যতটা ভাবে, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক ততটা ভাবে না। তাই এসব শিক্ষকের কোনো পদোন্নতি নেই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কুমিল্লা অঞ্চলের সদ্য গ্রহণকারী উপ-পরিচালক এম নূরুল আলম বলেন, মাধ্যমিক প পদেই শিক্ষক-স্বল্পতা রয়েছে। তাই এ অঞ্চলে বিভিন্ন বিদ্যালে বেতন-স্কেলের প্রধান শিক্ষক নেই।

কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার বলেন, এসব এলাকায় কেউ করতে আসতে চায় না। এলেও চলে যায়। তবে বিষয়টি নি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।